



4017 - ধর্ষকরে হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা কি ওয়াজবি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: কউে যদকি কন নারীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয় তখন সেই নারীর উপর আত্মরক্ষা করা কি ওয়াজবি? আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করা জায়যে হবে কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে নারীর সাথে জোরপূর্বক যনো করার চেষ্টা করা হচ্চে সে নারীর উপর আত্মরক্ষা করা ফরজ। তনিকিছুতইে দুর্বৃত্তরে কাছে হার মানবনে না। এজন্য যদি দুর্বৃত্তকে হত্যা করে নজিকে বাঁচাতে হয় সটো করবনে। এই আত্মরক্ষা ফরজ। ধর্ষণ করতে উদ্যত ব্যক্তিকে হত্যা করার কারণে তনিদায়ী হবনে না। এর সপক্ষদেলি হচ্চে- ইমাম আহমাদ ও ইবনে হবিবান কর্তৃক সংকলতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসি “যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার জীবন রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ। যে ব্যক্তি তার পরবার রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ।”এ হাদসিরে ব্যাখ্যায় এসছে- “যে ব্যক্তি তার পরবার রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে সে শহীদ” অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার স্ত্রী অথবা অন্য কোন নকিটাত্মীয় নারীর ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে মারা গেলে (সে শহীদ)। যদি স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্য লড়াই করা ও ধর্ষকরে হাত থেকে স্ত্রীকবাঁচাতে গিয়ে নিহিত হওয়া স্বামীর জন্য বধৈ হয় তাহলে কোননারী নজিরে ইজ্জত নজিরে রক্ষা করার জন্য প্রাণান্তকর লড়াই করা; এই ধর্ষক, জালমি ও দুর্বৃত্তরে হাতে নজিকে তুলে না দিয়ে নিহিত হওয়া সে নারীর জন্য বধৈ হওয়া অধিক যুক্তপূর্ণ। কোননা তনি যদি নিহিত হন তাহলে তনি শহীদ। যমেনভাবে কোন নারীর স্বামী তার স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করতে গিয়ে যদি নিহিত হন তনিশহীদ। শহীদ মৃত্যুর মর্যাদা অনেক বড়। আল্লাহর আনুগত্যরে পথে, তাঁর পছন্দনীয় পথে মারা না গেলে এ মর্যাদা লাভ করা যায় না। এর থেকে প্রমাণতি হয় যে, আল্লাহ তাআলা এ ধরনরে প্রতরোধক তথাকোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষার জন্য লড়াই করাকে এবং কোন নারীরতার নজিরে ইজ্জত রক্ষার জন্য লড়াই করাকে পছন্দ করেনে। আর যদি কোন নারী আত্মরক্ষা করতে সমর্থ না হন, পাপিষ্টি ও দুশ্চরতির লোকটি যদি তাকে পরাস্ত করে তার সাথে যনোতে লপ্তি হয় তাহলে এ নারীর উপর হদ্দ (যনোর দণ্ড) অথবা এর চয়ে লঘু কোন শাস্তি কার্যকর করা হবে না। কারণ হদ্দ কায়মে করা হয় সীমালঙ্ঘনকারী, পাপী ও দুশ্চরতির ব্যক্তির উপর।

ইবনে কুদামা হাম্বলরি “মুগনী” নামক গ্রন্থে এসছে-যে নারীকে কোন পুরুষ ভাগ করতে উদ্যত হয়ে ইমাম আহমাদ এমন



নারীর ব্যাপারে বলনে: আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সবে নারীযদি তাকে মরে ফেলে... ইমাম আহমাদ বলনে: যদি সবে নারী জানতে পারনে যে, এ ব্যক্তি তাকে উপভোগ করতে চাচ্ছে এবং আত্মরক্ষার্থে তনি তাকে মরে ফেলে তাহলে সবে নারীর উপর কোন দায় আসবে না। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমাদ একটা হাদিস উল্লেখ করেন যে হাদিসটি যুহরি বর্ণনা করছেন কাসমে বনি মুহাম্মদ থেকে তনি উবাইদ বনি উমাইর থেকে। তাতে রয়েছে- এক ব্যক্তি হুয়াইল গোটররে কিছু লোককে মহেমান হিসেবে গ্রহণ করল। সবে ব্যক্তি মহেমানদরে মধ্য থেকে এক মহলিককে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। তখন সবে মহলি তাকে পাথর ছুড়ে মারনে। যার ফলে লোকটি মারা যায়। সবে মহলির ব্যাপারে উমর (রাঃ) বলনে: আল্লাহর শপথ, কখনই পরশিোধ করা হবে না অর্থাৎ কখনোই এই নারীর পক্ষ থেকে দয়িত (রক্তমূল্য) পরশিোধ করা হবে না। কারণ যদি সম্পদ রক্ষার্থে লড়াই করা জায়যে হয় যে সম্পদ খরচ করা, ব্যবহার করা জায়যে তাহলে কোন নারীর তার আত্মরক্ষার্থে, খারাপ কাজ থেকে নিজেকে হফেযত করতে গিয়ে, যেনো থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে- যে গুনাহ কোন অবস্থায় বধে নয়- লড়াই করা সম্পদ রক্ষার লড়াই এর চয়ে অধিক যুক্তপূর্ণ। এইটুকু যখন সাব্যস্ত হল সুতরাং সবে নারীর যদি আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য থাকে তাহলে সেটো করা তার উপর ওয়াজবি। কেননা দুর্বৃত্তকে সুযোগ দয়ো হারাম। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা না করাটাই তো সুযোগ দয়ো। [আল-মুগনি (৮/৩৩১)] আল্লাহ ভাল জাননে। [আল-মুফাসসাল ফি আহকামলি মারআ (৫/৪২-৪৩)]

ইবনুল কাইয়যমে তাঁর “আত-তুরুকুলহুকুমিয়া” গ্রন্থে বলনে: ১৮- (পরচ্ছদে) উমর (রাঃ) এর নকিট এক মহলিককে আনা হল যে মহলি যেনো করছে। তনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলনে: মহলিটি দোষ স্বীকার করল। উমর (রাঃ) তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার নরিদশে দলিনে। তখন আলী (রাঃ) বললনে: এ নারীর কোন ওজর থাকতে পারে। এ কথা শুনতে উমর (রাঃ) মহলিটিকে বললনে: কনে তুমি যেনো করছে? মহলিটি বলল: আমি এক লোকের সাথে একত্রে পশু চরাতাম। তার উটপালে পানি ও দুধ ছিল। আমার উটপালে পানি ও দুধ ছিল না। আমি পিপাসার্ত হয়ে তার কাছে পানি চাইলাম। সবে অস্বীকার করে বলল- আমি আমাকে ভোগ করতে দলি সবে পানি দবি। আমি (তার প্রস্তাব) তনিবার অস্বীকার করলাম। এরপর আমি এত তীব্র পিপাসা অনুভব করলামযনে আমার প্রাণবায়ু বরিয়ে যাবে। তখন আমি সবে যা চায় তাকে তা দলাম। বনিমিয়ে সবে আমাকে পানি পান করল। তখন আলী (রাঃ) বললনে: আল্লাহু আকবার (আল্লাহ মহান)।

فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثمَ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(অর্থ-অবশ্য যে লোক অনন্যদোষায় হয়ে পড়ে এবং নাফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নই।

নঃসন্দহে আল্লাহ মহান কষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।) [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৩]

সুনানে বাইহাকীতে এসছে- আবু আব্দুর রহমান আল-সুলামি হতে বর্ণতি তনি বলনে: উমর (রাঃ) এর নকিট এক মহলিককে ধরে আনা হল। সবে মহলি তীব্র পিপাসায় কাতর ছিল এবং এক রাখালরে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মহলিটি রাখালরে কাছে পানি চাইল। রাখাল তাকে পানি দতি অস্বীকৃতি জানাল- যদি না মহলি রাখালকে জবৈকি চাহদিপূর্ণ করার সুযোগ না দেয়। উমর (রাঃ) এ মহলিককে পাথর নিক্ষেপে হত্যার ব্যাপারে সাহাবয়ে কেরোমরে সাথে পরামর্শ করলনে। তখন আলী (রাঃ) বললনে: এ মহলি



অনন্যপায় ছলি। আমার অভিমিত হল- তাকে খালাস দনি। তখন উমর (রাঃ) মহলিটকি খালাস দলিনে। আমি বলব: এই বধিনএখনো চলমানআছে। যদি কোন নারী কোন পুরুষরে কাছে থাকা খাবার বা পানীয়রে তীব্র প্রয়োজনরে সম্মুখীন হয় এবং সে পুরুষ যনো করা ছাড়া সটো দতিে রাজি না হয়,আর সে নারীস্বীয়জীবন নাশরে আশংকা করে নিজিকে সে পুরুষরে হাতে তুলে দিয়ে সক্ষেত্রে সে নারীর উপর শরয়া হদ্দ (যনোর দণ্ড) কায়মে করা হবো না। কটে যদি বলেন: এমতাবস্থায় নিজিকে তুলে দয়ো কি জায়যে; নাকি মৃত্যু হলওধরৈয রাখাওয়াজবি?উত্তর হচ্ছো: এই নারীর ক্ষত্রে শরয়া হুকুম হচ্ছো- জোরপূর্বক ধর্ষণরে শকার নারীর হুকুম। যো নারীকে এই বলহুমকি দয়ো হয়:‘সুযোগ দলিে দে; না হয় তাকে মরে ফলেব’। ধর্ষণরে শকার নারীর উপর হদ্দ কায়মে করা হবো না। মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য সে নারী নিজরে ইজ্জত বসির্জন দতিে পারে। তবে যদি কোন নারীধরৈযধারণ করে মৃত্যুকবরণ করে নয়ে তবে সটো তার জন্য উত্তম। কনিতু এক্ষত্রে ধরৈয ধরা তার উপর ফরজ নয়। আল্লাহই ভাল জাননে।